তারিখ ... পৃঃ ১ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

বই ছাপানো শুরুই হয়নি ❑ মুদ্রণ কাজে সকলের সমান সুযোগ দাবী

৮ কোটি প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রীর কাছে পাঠ্যবই আগামী মার্চ মাসের আগে পৌঁছাবে না

সুলতান মাহমুদ ॥ আগামী ২০০১ শিক্ষাবর্ষে মার্চ মাসের আগে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ৮ কোটি শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাবে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পদস্থ বেশ ক'জন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এ অবস্থার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একগুয়েমী সিদ্ধান্তকে দায়ী করেছে। সূত্রগুলো বলছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বই ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাপা ও বাঁধাই সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও আগামী মার্চ মাস নাগাদও এ কাজ সম্পন্ন হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এতে করে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ৮ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর হাতে শিক্ষাবর্ষ শুরুর কমপক্ষে চার মাস পর বই পৌঁছাতে পারে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সকল বই নতুন করে ছাপা হবে। এতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৩৩টি বিষয়ের বই রয়েছে। এরমধ্যে ১২টি বইয়ে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সব মিলে বই ছাপা হবে ৫ কোটি ৬০ লাখ কপি। আর এই বই মুদ্রণ ও সরবরাহের জন্য সরকার বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে ৬০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করিয়েছে। ১ কোটি ১৪ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার কাজে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে বলা হয়েছে, নতুন বই মুদ্রণে যা কিছু করা হয়েছে তার সবই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্দেশ। সব শেষে প্রচলিত নিয়মেই বই মুদ্রণের দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ঐ দরপত্রে

যারা সর্বনিম্ন দরদাতা এমন দু'টি প্রতিষ্ঠানকে ৪ কোটির বেশী বই মুদ্রণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে মুদ্রণ ও বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতির নেতৃবৃন্দ।

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রাইমারী ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যবই পৌঁছাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা বলেছেন, বিগত বছরের সকল নিয়ম ভঙ্গ করে দু'টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে বই মুদ্রণ ও বিপণনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠান দু'টির মুদ্রযন্ত্র মাত্র ৩টি। যা দ্বারা আগামী ৬ মাসেও ঐ বই ছাপা সম্ভব হবে না। ঐ প্রতিষ্ঠান দু'টি সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করানোর জন্য বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। এদিকে মুদ্রণ ও বিপণন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ী সংগঠন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এ খাতের ৪টি সংগঠনের যৌথ বৈঠকে গত মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, প্রতিবারের ন্যায় সকল মুদ্রণ শিল্পকে সমানভাবে কাজ না দেয়া হলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের কোন বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও বিক্রয়ে সম্পৃক্ত হবে না। এ মর্মে সংগঠনগুলোর সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ থাকতেও বলা হয়েছে। জানা গেছে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের আড়াই লাখ বই ছাপারও কার্যাদেশ পেয়েছে ওই দু'টি প্রতিষ্ঠান। যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সমুদয় বই ছাপা ও বাঁধাইয়ে প্রতিষ্ঠান দু'টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ১ কোটি বই ছাপার জন্য গত দু'দিন ধরে একাধিক পত্রিকায় দরপত্র আহবান করেছে। দরপত্রে ৫ নভেম্বরের মধ্যে দরপত্র জমা এবং ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বই সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। নতুন এই দরপত্রেও অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুদ্রণ শিল্পের ৭ (সাত) শতাধিক মুদ্রণ শিল্প মালিক।

মুদ্রণ ও বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর অন্যতম নেতা ওসমান গনি ইনকিলাবকে বলেছেন, বিগত বছরগুলোর মত সকলকে সমান কাজের সুযোগ ছাড়া আমরা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে সম্পৃক্ত হব না। তাছাড়া এখন কাজ দিলেও সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের বই পৌঁছানো সম্ভব নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্তের কলঙ্কে আমরা জড়াবো না। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি সূত্র বলেছে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বই ছাপার জন্য ইতোমধ্যে ৫৫ কোটি টাকায় ৮ হাজার মেট্রিন টন কাগজ আমদানী করা হয়েছে। আর এইসব কাগজই রিম হিসেবে আনা হয়েছে। কিন্তু যে দু'টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ পেয়েছে তাদের রিম কাগজ ছাপার কোন মেশিন নেই। ওই প্রতিষ্ঠান দু'টির রয়েছে কেবলমাত্র তিনটি রোল মেশিন। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বই ওই আমদানীকৃত কাগজে ছাপা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে ওই প্রতিষ্ঠান একটি নতুন মেশিন আনার জন্য এলসি খুলেছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (টেক্সট বুক) প্রফেসর মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম এ প্রতিবেদককে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি গোষ্ঠী পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে জিম্মি করে রেখেছিল। তারা তাদের ইচ্ছামত দরে বই ছাপত। এবার তা পারেনি বলেই তারা সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। যারা এবার দরপত্রে সর্বনিম্ন হয়েছে তাদের কাজ দেয়াটাই সংঘবদ্ধ দলটির গাত্রদাহ হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে মফিজুল ইসলাম বলেন, সঠিক সময়ে বই সরবরাহ না দিতে পারলে তখন পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।